নোবেল বিজয়ী বিশ্বসাহিত্যিক মিশরীয় লেখক
নাজিব মাহফুজের নির্বাচিত গল্প

পুরোনো এক খুনি

অনুবাদ ও সংকলন
শাহেদ হারুন

রংধনু পাবলিকেশন্স

সূচিপত্র

মাহাত্ম্যের বঞ্চনা	১৭
বন্দীর পোশাক	২৮
অপরাধের সন্ধানে	৩৩
বড় লোকের দেখা	৪১
মালী	৫৫
সময়ের শিকার এক পরিবার	৬২
এই শতাব্দী	৭১
যাযাবর	৮৬
আহমদের মা	১০৫
মুখান্তর	১২৩
মাতৃত্ব বিভ্রাট	১৩৫
পুরোনো এক খুনি	১৫২

মাহাত্ম্যের বঞ্চনা

সন্ধ্যাবেলাই হচ্ছে আবদুর রহমান এফেন্দির ছোট বাড়িটার বাগানে এসে বসার প্রিয় সময়। নেহাত কোনো কাজ বা প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে সে বের হয় না। তাই বছরের বারোটা মাস এই অভ্যাস ছাড়তে পারে না কিংবা এই অভ্যাস তাকে ছাড়ে না। অভ্যাসমতো কোমল স্নিগ্ধ আবহাওয়ার সেপ্টেম্বর মাসে কোনো এক দিন বাগানে এসে উঠল। বরাবরের মতো প্রথমে চারদিকে ভালো করে তাকিয়ে আঁকাবাঁকা পথ ধরে গোলাপ, চামেলি আরও অন্যান্য ফুলের বাহার দেখতে লাগল। তারপর তার আর প্রতিবেশীর বাগানের মধ্যকার প্রাচীর—কাঁটাতারের বেড়ার কাছে পাতা একটা চেয়ারে গিয়ে বসল। আরাম করে বসে বগলতলা থেকে পত্রিকাটা বের করে মেলে ধরে পড়তে লাগল।

চলার মতো তার বসার ভঙ্গিতেও একটা গুরুগম্ভীর ভাব ছিল। তাকে দেখে যে কেউ বলে দিতে পারত—সে নিশ্চয় কোনো পরিবারের প্রধান কর্তা। ভাব-ভঙ্গি আর চলাফেরা সব কিছুতেই একটা রাশভারী ভাব, চোখ দুটোতে ছিল ব্যক্তিত্ব, পৌরুষ আর দায়িত্বের স্পষ্ট ছাপ। তার বিরাট মাথা আর ঘন গোঁফ জোড়া দেখে বলে দেওয়া যায়, বয়স চল্লিশেরও ঊর্ধ্বে—যদিও বাস্তবে তা দু-এক মাস বাদে পঁয়ত্রিশের বেশি নয়।

পত্রিকায় মগ্ন হয়ে থাকার সময় হঠাৎ তাকে সম্বোধন করা একটা মৃদু ডাকে মনোযোগ ভেঙে গেল, ভালো আছেন চাচা?

মুখের সামনে তাকাতেই দেখল নিষ্কলুষ চাহনির স্বচ্ছ জোড়া চোখের একটা সুন্দর মুখ তার দিকে তাকিয়ে আছে। তা দেখে তার মনে হলো সৌরভমাখা নির্মল বাতাস যেন তার গা ছুঁয়ে গেল। অভিবাদনের উত্তর দিয়ে বলল, ও... সামারা নাকি! ভালোই।

দেখল মৃদু হাসিমাখা চেহারায় মেয়েটা দাঁড়িয়ে থেকে তার সাদা

কুকুরটার সঙ্গে খেলছে। ষোলোতে পা রেখেছে মাত্র, উজ্জ্বল মুখায়বব আর অপরূপ হালকা গড়নের দরুন তার মধ্যে শৈশবের সরলতা আর সদ্য প্রস্ফুটিত নারীত্বের সমাবেশ দেখা যাচ্ছিল। কুকুরটার দিকে ইশারা করে বলল, ওর কী অবস্থা এখন?

–সুস্থ হয়ে উঠেছে, আলহামদুলিল্লাহ।

–হেসে বলল, আলেকজান্দ্রিয়ার আবহাওয়া ওর স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়।

–বরং তার উল্টো, খুশিতে আত্মহারা হয়ে সাগর পাড়ে খুব দৌড়াদৌড়ি করছিল, ...কথাটা শুনে মেয়েটার মুখের দিকে তাকাল সে, মনে হলো সাগর পাড় যেন তার সাদা মুখটাকে গোধূলির লালিমায় ধুইয়ে দিয়েছে।

–মনে হয় যেন তুমি নতুন চামড়া পেয়েছ সামারা।

কথাটা শুনে হাসল সামারা। ঠিক তখনই কুকুরটা দৌড় দেওয়াতে তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে কুকুরটার পেছনে দৌড়ে চলে গেল মেয়েটা।

এদিকে নিজ মুখে স্পষ্ট পরিবর্তন দেখা দিল ছেলেটার। ভাবগাম্ভীর্য অদৃশ্য হয়ে গেল, তার পরিবর্তে ভালোবাসা আর স্বপ্নের আভাস দেখা দিল। মেয়েটার অলক্ষ্যে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে বেশ লাগল। দেখতে পেল মেয়েটা একটা চেয়ারের ওপর বসে একটু ঝুঁকে আবার কুকুরটার সঙ্গে খেলা করছে। সাদা লোমগুলোতে আঙুল চালিয়ে আদর করছে, কুকুরটাও খুশি হয়ে তার হাত চাটল তারপর লাফ দিয়ে তার কোলে চড়ে লেজ নেড়ে খুশি জানাতে লাগল। এমন সময় তার রেশমি চুল খোঁপা ছাড়া হয়ে গা আর গণ্ডদ্বয়ের পাশে ছড়িয়ে গেল। দৃশ্যটা বেশ ভালোই লাগছিল তবে হঠাৎ করে তার বুক কেঁপে উঠল, মুখ ফিরিয়ে কোনো কিছু না দেখার ভান করে সামনের দিকে তাকাতে লাগল সে। ভাবল, শৈশব পেরিয়ে কৈশোর পেরুবার সময় হলেও তার প্রতি মেয়েটার আচরণে কোনো পরিবর্তন আসেনি। পুতুল খেলার বয়সে যেভাবে 'চাচা' বলে ডাকত আজও সেই চাচা বলেই ডাকছে। অতীতে অবশ্য এই সম্বোধন ভালোই লাগত। কেননা, এটা ছিল তার প্রতি তার বাবার সৌহার্দ্য আর বন্ধুত্বের নিদর্শন। কিন্তু ইদানীং তা

শুনতেই ভেতরে বিরক্ত হয়ে কিছুটা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে সে। মনটা সঙ্কুচিত হওয়াতে তার খুশি যেন কোথায় মিলিয়ে যায়।

মেয়েটার দিকে চোখ ফিরিয়ে আবার মনে মনে প্রশ্ন করল—যদিও এ ধরনের প্রশ্ন আজ প্রথম নয়—'আচ্ছা, সামারা একদিন আমার বউ হবে—এটা কি অসম্ভব?'

আশ্চর্য মনে নেতিসূচক মাথা নাড়ল, যেন সত্যিই তা অসম্ভব। কিন্তু কোনো ধরনের তর্ক-বিতর্ক ছাড়া আত্মসমর্পণ করল না। তাই আবার জিজ্ঞেস করল, অসম্ভব? কারণটা কী? ...বয়স? ওর বয়স ছত্রিশ আর মেয়েটার বয়স ষোলো সুতরাং তাদের মাঝে বিশ বছরের বিরাট ব্যবধান। যার দরুন তাকে চাচা বলে ডাকাটাই ঠিক। তাহলে জামাতা এবং প্রেমিকে পরিণত হওয়ার উপায়টা কী? তবে বাস্তব জীবনে তো অনেকেই বয়সের ব্যবধান মানে না বরং বয়সের বিচারকে পাত্তা না দিয়ে তার বিরোধিতা করে বেড়ায়। কিন্তু এ ধরনের সকল উৎসর্গের মূল্য অনেক, তার পক্ষে কি সম্ভব এ মহান উৎসর্গের চড়ামূল্য আদায় করা? বাস্তব জীবনে সে হচ্ছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নিযুক্ত ষোলো পাউন্ড মাইনের এক নাম না-জানা চাকুরে। তাই তাকে কেউ হিসেবে ধরবে বলে মনে হয় না। এমন কোনো অর্থ সম্পদও নেই যা দিয়ে দাপট আর লোক দেখানো সস্তা খ্যাতি কিনে তার দোষগুলো ঢেকে রাখতে পারবে—তা সত্ত্বেও সে মেয়েটিকে ভালোবাসে। মনে হচ্ছিল ওকে ভালোবাসাই তার জীবনের একমাত্র অবলম্বন। ওর ভালোবাসা ছাড়া বাঁচবেই বা কীভাবে! মেয়েটা তার চোখের সামনে ষোলো বছর ধরে বড় হয়েছে এবং এভাবে মেয়েটাকে একা পাবার দরুন তার জীবনের একমাত্র নারীতে পরিণত হয়েছে—যার সঙ্গে মোটামুটি চেনা-পরিচয় আছে। তাই কখন যেন মনের অগোচরে ভালোবাসা তার হৃদয়ে ঢুকে পড়েছে।

এভাবে নীলের পাড়ে অনেকক্ষণ শান্ত হয়ে বসে থাকায় তার চোখের পাতা হেমন্তের নির্মল বাতাসের ছোঁয়া পেয়ে একসময় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

মেয়েটা ছোট থাকতে মজা করে তার সঙ্গে সম্পর্ক উপভোগ

করত। কেননা, তাকে উপলক্ষ করে হৃদয়ের সুপ্ত সুকুমারবৃত্তির বিকাশ ঘটাবার সুযোগ পেত। কিন্তু আজ সে নিজে প্রেমিকে পরিণত হবার পর থেকে অহরহ উদ্বেগ উৎকণ্ঠার হিংস্র থাবার করুণ শিকারে পরিণত হতে লাগল। এখন তার প্রতিটা আচরণে ভীষণ যন্ত্রণা অনুভূত হয়, এমনকি তার সহানুভূতি এবং কথাবার্তাতেও।

মেয়েটা এখনো আগের মতোই তার সামনে নিষ্কলুষ চিত্তে আসে। একজন পুরুষের সামনে একজন নারীর যা অনুভূতি দেখা দিতে পারে তার প্রতি মেয়েটার মধ্যে তেমন কোনো মনোভাবই লক্ষ করা যায় না। সে কয়েকবার তার দিকে কামনার বহ্নিভরা দৃষ্টিতেও তাকিয়েছে কিন্তু এতে মেয়েটার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়নি—মেয়েটা যেন এ ব্যাপারে কিছুই বোঝে না। বরঞ্চ এখনো তার কাছে সে 'শ্রদ্ধেয় চাচা' ছাড়া কমবেশি কিছুই নয়। এমতাবস্থায় যদি সে মেয়েটির হাত কামনা করে তবে উত্তরটা কী হবে? কী মনে করতে পারে? কতটুকুন অবাকই বা হতে পারে? তার বাবাকে কি এ কথা বলা যায়? ...সে নিজেই বা কী ভাববে? কিংবা এখন যেমন মেয়েটার বাগানে আসা-যাওয়ার সুযোগ নিয়ে সে মনে মনে পুলকিত হবার আস্বাদ উপভোগ করে এরপর কি আর তাকে এভাবে দেখার সুযোগ পাবে? নাকি এখানেই তার সঙ্গে সম্পর্কের ইতি টানবে?

আচ্ছা ধরা যাক, ভীষণ নাজুক এই ব্যাপারে মেয়েটার বাবা অর্থাৎ তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে কথা বলার যথেষ্ট সাহস সে যোগাড় করল। তা হলে কী বললে ঠিক হয়? সত্যি কথাটা বলা কি কঠিন কিছু?

এ ব্যাপারে বেশ কিছুক্ষণ ভাবার পর চোখ বন্ধ করে নিজের বন্ধুকে বলার মতো করে বলতে লাগল, 'দোস্ত, আজকে তোমার সঙ্গে একটা নাজুক ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি। যে ব্যাপারে আমার কথা বলাটা হয়ত তুমি কখনো আশা করনি। আমিও হয়তো কখনো কল্পনা করিনি। তোমার সম্মতির ব্যাপারেও আমি খুব একটা আশাবাদী নই আর নিজেও জানি তোমার কাছ থেকে তা চাওয়ার কোনো যোগ্যতাও আমার নেই। কিন্তু শুধু ব্যর্থতার আশঙ্কায় একটা সোনালী সুযোগ হাতছাড়া হোক তা-ও চাই না...

ভাই... দোস্ত...

কথা শেষ করতে পারল না—একটা মধুর কণ্ঠস্বর তার স্বপ্ন ভেঙে দিলো।

–আপনি কি ঘুমোচ্ছেন?

কম্পিত হৃদয়ে কিছুট ভীত হয়ে সোজা হয়ে বসে বলল, না...

–কিছু মনে করবেন না... আমি আপনাকে চোখ বন্ধ করে থাকতে দেখেছিলাম। কি ব্যাপারে চিন্তা করছিলেন?

মেয়েটার মুখের দিকে বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে ভাবতে লাগল, কী বলে জবাব দেবে? বলে দেবে কি তোমার ব্যাপারে? না, এখন ঝুঁকি নেওয়াটা সময়োপযোগী নয়, তাই চুপ করে থাকল। এভাবে একটা ছোট মেয়ের সামনে ইতস্তত বোধ করার জন্য বিবেকের বিদ্রূপাত্মক গুঁতো অনুভব করতে লাগল। এদিকে সে মেয়েটির কালো চোখ জোড়ার দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল, কোনো নড়াচড়া ছাড়াই কয়েক মিনিট কেটে গেল। মনে হচ্ছে ধীরে ধীরে সে নেশাগ্রস্তের মতো অচেতন হয়ে যেতে লাগল। অবশেষে সুন্দর একটা কালো অংশ ছাড়া সে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। মেয়েটার মধ্যে অকস্মাৎ পরিবর্তন লক্ষ করল... গাল দুটো গোলাপী রঙ ধারণ করল, সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট দুটো যেন কাঁপছে। চোখ জোড়া দিয়ে মেয়েটা তার পেছনের কোনো কিছু যেন দেখছে। পরমুহূর্তে মেয়েটা তার সামনে থেকে বাগান দিয়ে দৌড়ে বাসার দিকে পালাল।

অবাক হয়ে পেছনের দিকে ফিরে তাকাল সে। তার ভাই নূর হাসিমুখে তার দিকে সালামের জন্য হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে মনে মনে কিছুটা বিরক্ত হলো সে—অবশ্য নিজেও জানে না এর কারণটা কী। ভীত আর হতাশ হয়ে তার হৃদয় ধুকধুক করতে লাগল। তবু সে ভাইকে হাসিমুখে সালাম জানিয়ে বলল, ও... ডাক্তার সাহেব নাকি, কী খবর?

তরুণ উল্টো হেসে নির্ভীকচিত্তে বলল, তোমার ভাগ্যটা কত ভালো ভাইয়া।

তার চোখের ইঙ্গিত আর কণ্ঠস্বর থেকে বুঝে নিল সে, কী বোঝাতে

আর পরিশ্রমের ফসল মনে করেই সে তার ভবিষ্যতের দিকে আশাভরা দৃষ্টিতে তাকায়। একি যন্ত্রণাময় সঙ্কট...।

আচ্ছা ছেলেটা কি তার ভাইয়ের মনে বয়ে যাওয়া এইসব দুর্ভাগ্য আর হতাশাপূর্ণ চিন্তার কথা কিছুটা উপলব্ধি করতে পেরেছে?

...অবশ্যই না ...সে কখনো কল্পনাও করবে না যে তার বয়সের কোনো লোক এমন একটা ছোট মেয়ের প্রেমে পড়তে পারে।

এদিকে তরুণ ডাক্তার তার সুখী জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে চিন্তা করছিল। একসময় তার ভাইকে মুখ খুলে বলেই ফেলল, আপনার সঙ্গে একটা জরুরি ব্যাপারে আলাপ করতে চাচ্ছিলাম।

কিন্তু বড় ভাইয়ের বিমর্ষ মন এ ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহ দেখাল না।

বলল, আগে জামাকাপড় খুলে কিছুটা বিশ্রাম নাওগে...

কিন্তু তরুণ তা না শুনে বলল, আগে শুনুন ভাইয়া, আমার জীবনে একটা পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে। বড় ভাই চুপ করে শুনতে থাকলে তরুণ বলে চলল...

–কয়েক মাস পরেই একজন জাদরেল ডাক্তার হিসাবে আমার শিক্ষানবিশী শেষ করতে যাচ্ছি। এদিকে ডা. ব্রাউন বলেছেন আমাকে বাইরের কোনো বৃত্তির ব্যবস্থা করে বিদেশে পাঠানো হবে।

এই অপ্রত্যাশিত শুভসংবাদে আশ্বস্ত হয়ে আনন্দচিত্তে বড় ভাই বলল, বেশ, বেশ, আসলেই তুমি এর যোগ্য।

তরুণের উদ্দেশ্য ছিল অন্য কিছু বলা তাই কণ্ঠস্বর কিছুটা নিচু করে বলল, কিন্তু... অর্থাৎ ... আমি বলতে চাইছিলাম... যদি বিদেশে যাই তাহলে একা যাব না।

–আমি কিছুই বুঝতে পারছি না...

আসলে সে সবকিছু বুঝেছিল... অন্তত এতটুকু অবশ্যই বুঝেছে যে তার হৃদয় যে ব্যাপারে এতক্ষণ শঙ্কিত—তা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। ছোট ভাইটা তার ইতস্ততভাব কাটিয়ে উঠে বলল, ইনশাআল্লাহ বউ নিয়ে যাব।